স্বাগতম
BRDB

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম :

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	৩৪৬৫৫.০৭
খ) জিওবি	৩৪৬৫৫.০৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	-------------

প্রকল্পের অর্থায়ন	সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জুলাই,২০২১ হতে জুন,২০২৬
প্রকল্প এলাকা	৪টি বিভাগের ১৭ টি জেলার ৫৯টি উপজেলার ৪৭২টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা-বঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;
- জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরিদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা;
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ;
- ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৯৯৭ সালের ১১ নভেম্বর বৃহত্তর যশোর অঞ্চল সফরকালে বৃহত্তর যশোর জেলার দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন

প্রকল্পের পটভূমি

প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশে দারিদ্রের হার বিশ্বের মোট দারিদ্রের ৫% এবং দারিদ্রের ঘনত্ব বিশ্বের জনসংখ্যার ২%। দারিদ্রের কারণসমূহের মধ্যে বেকারত্ব অন্যতম। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার হার খুবই কম। যার ফলে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ, অপুষ্টি, সামাজিক বঞ্চনার মত সমস্যাসহ তাদের জীবন যাত্রার মান কাঙ্খিত পর্যায়ের অনেক নিম্নসীমায় অবস্থিত। বর্তমানে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১৮ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর এক তথ্য অনুযায়ী ২১.৮% লোক দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে এবং এদের মধ্যে ১১.৩% লোক অতি দরিদ্র। তাই দারিদ্র্য বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

প্রকল্পের পটভূমি

প্রকল্পের পটভূমি

১৯৯৭ সনে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী** যশোর সফরকালে ঐ অঞ্চলের নারীদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ''দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি'' (দমআক) শীর্ষক প্রকল্পটি বৃহত্তর যশোরের ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় জুলাই/১৯৯৮- জুন/২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়িত দমআক প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির (রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক) জনসাধারণ কর্তৃক প্রকল্পটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তিতে আইএমইডি সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯ টি উপজেলায় বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প" সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় ।

প্রকল্পের পটভূমি

প্রকল্পের পটভূমি

আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন এবং প্রকল্প হতে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে বিনিয়োগের মাধ্যমে উর্পাজনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম টেকসই করা এবং অধিক হারে সুফলভোগীদের সেবা প্রদানের স্বার্থে উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বৃদ্ধি এবং পৃথকভাবে উদ্যোক্তা ঋণ তহবিলের সংস্থান করে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুফলভোগী নারীদের অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা, ভালো অনুশীলন (Good Practice), সেকেন্ডারী ডাটা/তথ্য এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়েছে।প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নারী ও কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন এবং সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সুদূর প্রসারি ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের মুল কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো-

- জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে উপকারভোগী (মহিলা ও কিশোরী) নির্বাচন;
- মহিলা উপকারভোগীদের সমন্বয়ে মহিলা সমিতি গঠন এবং স্কুলগামী কিশোরীদের সমন্বয়ে কিশোরী সংঘ গঠন;
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও তার যথাযথ ব্যবহার;
- কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজিঁ গঠন এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান;
- মহিলা উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ;
- ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি কার্যক্রম;
- নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও আধুনিকায়ন;
- অন্যান্য কার্যক্রম- বিপণন, আইনি সহায়তা এবং সামাজিক উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ ও উদ্দেশ্যের এবং জাতিসংঘ/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঞ্গতি বিশ্লেষণ :

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সরাসরি ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার পার্ট-১ এর অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়-৪ (৪.২): দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস কৌশল এবং পার্ট-২ এর অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়-৭ (৭.৩.৩): পল্লী কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্র বিমোচন, অধ্যায়-১২ (১২.৩.৫): আইসিটি'র মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) লক্ষ্য-১, সব স্তরে সব ধরনের দারিদ্রতা নিরসন, লক্ষ্য-৫, জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কিশোরী'র ক্ষমতায়ন এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গিকারের ৩.১২ এবং ৩.১৩ অনুচ্ছেদে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাসে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বিভাজন

ক্র নং	অঙ্গের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	শতকরা হার (%)
০১	সরবরাহ ও সেবা	১৮৮৯.১৪	৫.৪৫
০২	প্রশিক্ষণ	৩৭৩৮.৫৮	১০.৭৮
০৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪৭৬.৬৮	১.৩৮
০৪	সাধারণ অনুদান	৩১৫৯.০০	৯.১২
	মোট রাজস্ব ব্যয়	**৯২৬৩.৪০**	**২৬.৭৩**
০৫	স্থায়ী সম্পদ	১৯০৬.৪৩	৫.৫০
০৬	ক্ষুদ্র ঋণ	১৭৪১০.০০	৫০.২৪
০৭	উদ্যোক্তা ঋণ	৪৪২৫.০০	১২.৭৭
	মোট মূলধন ব্যয়	**২৩৭৪১.৪৩**	**৬৮.৫১**
০৮	প্রাইস কন্টিনজেন্সী (৩%)	৯৯০.১৪	২.৮৬
০৯	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী (২%)	৬৬০.১০	১.৯০
	সর্বমোট	**৩৪৬৫৫.০৭**	**১০০.০০**

প্রকল্পের জনবল কাঠামো

২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটভূক্ত এবং কর্মসূচি'তে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে বিধায় এ প্রকল্পে কোন নতুন জনবলের সংস্থান রাখা হয়নি।

প্রশিক্ষণ

ক্র নং	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা
০১	সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের দীর্ঘ মেয়াদী আইজিএ প্রশিক্ষণ (সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটি পার্লার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মা ও শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ)।	৪০০০ জন
০২	সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী আইজিএ প্রশিক্ষণ (হাঁস মুরগী পালন, গাভী পালন, গরু মোট তাজাকরণ, মাশরুম চাষ, চিংড়ী/কাঁকড়া চাষ, মৎস্য চাষ, বিদেশি সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট ও অন্যান্য)	২৫০০০ জন
০৩	সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (নেতৃত্ব বিকাশ ও নারী উন্নয়ন)	১১৮০০ জন
০৪	সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	১৭৬০ জন
০৫	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	১৯৬০ জন
	সর্বমোট	**৪৪৫৪০ জন**
০১	সুফলভোগী কিশোরী সদস্যদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ (বাল্য বিবাহের কুফল, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়সহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সর্ম্পকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ) উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ সামগ্রি হিসেবে প্রতি জন কিশোরীকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	**১১৮০০ জন**

যন্ত্রাংশ অনুদান

ক্র নং	সামগ্রীর বিবরণ	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)
১	সেলাই মেশিন	১২০০	০.০৮৫	১০২.০০
২	মোবাইল সার্ভিসিং উপকরণ (হট এয়ার গান, ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, এ্যাভোমিটার, টুলস বক্স, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি)।	১৫০	০.১০	১৫.০০
৩	বিউটি পার্লারে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ (হেয়ার ড্রায়ার মেশিন, অটো হেয়ার কাট মেশিন, টুলস বক্স ইত্যাদি)।	৪০০	০.১৫	৬০.০০
৪	স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ (ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন, ডায়াবেটিকস মাপার যন্ত্র, নেভুলাইজার মেশিন, ফাস্ট এ্যাইড বক্স ইত্যাদি)।	৩০০	০.১০	৩০.০০
৫	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উপকরণ (জার/কন্টেইনার এয়ার টাইট সিল মেশিন, কেমিক্যাল ইত্যাদি)	১২০০	০.১০	১২০.০০
	মোট	**৩২৫০**		**৩২৭.০০**

স্কুলগামী কিশোরীদের সংগঠিতকরণ

২০১৪ সনের সরকারী তথ্য অনুযায়ী ৫২.৩% মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়। বিআইডিএস এর ২০১৭ সনের জরীপে বলা হয়েছে দেশে বর্তমানে বাল্য বিবাহের সংখ্যা ৪৭% (১৮ বছরের নিচে) অন্যদিকে ১৫ বছরের নিচে বিয়ের সংখ্যা ১০.৭%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সনে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড গার্লসামিটে ২০২১ সনের মধ্যে ১৫-১৮ বছর বয়সী নারীর বাল্যবিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সনের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূল করার অঙ্গীকার করেছেন। কিশোরীদের সংগঠিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বাল্যবিবাহ হ্রাসে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলার ০২টি করে সর্বমোট ১১৮টি হাইস্কুলে ১১৮টি কিশোরী সংঘ এর মাধ্যমে সর্বমোট ১১৮০০ জন কিশোরীকে সংগঠিত করা হবে।

কিশোরীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর উৎসাহ বোনাস প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র সঞ্চয় এর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে কারণে প্রকল্পের আওতায় হাইস্কুলগামী কিশোরীদের কিশোরী বয়স হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল গঠনের আগ্রহ ও অভ্যাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে।

- **মাসিক ন্যূনতম ৫০.০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০০.০০ টাকা হারে সঞ্চয় সংগ্রহপূর্বক তহবিল গঠন;**
- **সরকার হতে জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর বছর ভিত্তিক ২০০% হারে উৎসাহ বোনাস প্রদান;**

শর্ত থাকে যে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সঞ্চয় উত্তোলন করলে তিনি সরকার হতে কোন উৎসাহ বোনাসের অর্থ পাবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, কোন কিশোরী/কিশোরীর অভিভাবকগণ সরকারী আইন অমান্য করে বাল্য বিবাহ করলে/দিলে তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া সত্বেও তিনি সরকার হতে কোন বোনাসের অর্থ পাবেন না। তবে উভয় ক্ষেত্রে তার নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর বছর ভিত্তিক ব্যাংক রেটে লভ্যাংশসহ প্রাপ্য হবেন।

কিশোরীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর উৎসাহ বোনাস প্রদান

- প্রকল্প মেয়াদে স্কুলগামী ১১৮টি স্কুলের ১১৮০০ জন কিশোরীর জমাকৃত নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে ১৪১৬.০০ লক্ষ টাকা;
- সরকার হতে কিশোরীর জমাকৃত নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে দুইশত ভাগ বোনাস প্রদান করা হলে কল্যাণ অনুদান (সঞ্চয় বোনাস) খাতে ব্যয় হবে সর্বমোট ২৮৩২.০০ লক্ষ টাকা;
- দ্বিগুন হারে উৎসাহ বোনাস প্রদানের ফলে কিশোরী বয়সে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ও বোনাসসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ পুজি গঠিত হবে;
- উৎসাহ বোনাসসহ প্রাপ্ত সঞ্চয়ের অর্থ পরবর্তী কালে/সময়ে তার ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;
- ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর প্রয়োজনে কিশোরীদের প্রকল্পের মহিলা সুফলভোগী হিসেবে সমিতি/দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে।

ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

মহিলা উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণোত্তর লব্ধ ধারণা ও দক্ষতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইজিএ/প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্বল্প সেবামূল্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মোট মহিলা সুফলভোগীর ৭০ ভাগ অর্থ্যাৎ ৮২,৬০০ জন-কে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করার জন্য সর্বমোট ১৭৪১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

- **সেবামুল্য আদায়ের হার ৮%।**
- **ব্যক্তিওয়ারী ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং ৩০,০০০.০০-৭৫,০০০.০০ টাকা। তবে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হবে।**

উদ্যোক্তা ঋণ

প্রকল্পের যে সকল সদস্য ক্ষুদ্র ঋণ সফলভাবে বিনিয়োগ করে তাদের দারিদ্র বিমোচনসহ স্বকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন/হয়েছেন তাদের কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করে এর মাধ্যমে অন্য সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ তৈরীসহ ক্ষুদ্র খামার/প্রতিষ্ঠান/শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্য কর্তৃক সর্বমোট ব্যয়সহ প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত প্রতি উপজেলায় গড়ে ৩০ জন করে ৫৯ উপজেলায় সর্বমোট ১৭৭০ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি বাবদ উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ৪৪২৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

- **প্রথম পর্যায়ে ১,২৫,০০০.০০ - ৩,০০,০০০.০০ টাকা, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে।**
- **উদ্যোক্তা ঋণের সার্ভিস চার্জ ৮.০০%।**

আইসিটি কার্যক্রম

ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে মাইক্রো-ফাইন্যান্স সফটওয়ারের মাধ্যমে আইসিটি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে ।

- প্রকল্পভূক্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যক্রম (ঋণ বিতরণ, আদায়, সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, কিস্তি খেলাপী, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ইত্যাদি) সহজে ও নির্ভুলভাবে যে কোন স্থান হতে মনিটরিং ব্যবস্থা রাখার সুযোগ সৃষ্টি;
- Mobile Apps এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের উপস্থিতিতে গ্রাম পর্যায় থেকে তাদের সকল আর্থিক লেনদেনের ডাটা এন্ট্রির সুযোগ সৃষ্টি;
- মোবাইল/এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিজস্ব মোবাইলে সরাসরি ঋণের অর্থ প্রেরণ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ;
- মোবাইল/এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিশোরীদের সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন শপিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেন্টার (এনআরডিটিসি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

ডেনমার্কের ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভলেপমেন্ট এজেন্সী (ডানিডা) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এনআরডিপি-২) এর আওতায় ১৯৮৭ সনে ০.৮৭ একর জায়গার উপর নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি (এনআরডিটিসি) নির্মিত হয়। কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ১৬টি আবাসিক কক্ষ, অফিসকক্ষ ও শ্রেনীকক্ষ সম্বলিত ১টি দোতলা ভবন, ০১টি অডিটোরিয়াম ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২টি আবাসিক ভবন রয়েছে। প্রকল্পভূক্ত অঞ্চলের সুফলভোগীদের আবাসিক প্রশিক্ষণসহ বিআরডিবি ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদাপূরণে কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি মেরামত/সংস্কারসহ আধুনিকায়ন, বিদ্যমান আবাসিক ভবন ২টি সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেন, সেমিপাকা রান্নাঘর,বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণসহ নিজস্ব জায়গায় ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট নতুন ১টি ৬ তলা ভবন নির্মাণ করে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন সুবিধাসহ শ্রেনীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারি ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের সংস্থান রাখা হয়েছে।

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেন্টার (এনআরডিটিসি) এর প্রস্তাবিত ফ্রন্ট ভিউ

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সেন্টার (এনআরডিটিসি) এর প্রস্তাবিত ব্যাক ভিউ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা
০১	বিভাগ	৪টি
০২	জেলা	১৭টি
০৩	উপজেলা	৫৯টি
০৪	ইউনিয়ন	৪৭২টি
০৫	পল্লী উন্নয়ন মহিলা সমিতি/দল	৪৭২০ টি
০৬	মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা	১১৮০০০ জন
০৭	হাইস্কুল কেন্দ্রীক কিশোরী সংঘ	১১৮ টি
০৮	কিশোরী সদস্য সংখ্যা	১১৮০০ জন
০৯	সঞ্চয় (মহিলা সুফলভোগী)	৩২৪০.০০ লক্ষ টাকা
১০	সঞ্চয় (কিশোরী সুফলভোগী)	১৪১৬.০০ লক্ষ টাকা
১১	প্রশিক্ষণ (মহিলা সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী)	৪৪৫৪০জন
১২	প্রশিক্ষণ (কিশোরী সুফলভোগী)	১১৮০০ জন
১৩	যন্ত্রাংশ অনুদান	৩২৫০ টি

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা
১৪	কিশোরীদের সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান	২৮৩২.০০ **লক্ষ টাকা** ১১৮০০ জন
১৫	ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা	১৭৪১০.০০ **লক্ষ টাকা** ৮২৬০০ জন
১৬	উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা	৪৪২৫.০০ **লক্ষ টাকা** ১৭৭০ জন
১৭	এনআরডিটিসি,নোয়াখালী এর ৬তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ।	১টি
১৮	এনআরডিটিসি,নোয়াখালী এর সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরিণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশধার নির্মাণ	-

ধন্যবাদ